মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৩৯০

পর্ব-১০: আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ৪. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সকাল সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

আরবী

وَعنهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مضجعك» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد والدارمي

বাংলা

২৩৯০-[১০] উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি দু'আ বলে দিন যা আমি সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে পারি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি পড়বে, ’

’আল্ল-হুম্মা ’আ-লিমাল গয়বি ওয়াশ্শাহা-দাতি, ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ওয়া মালীকাহূ আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা, আ'ঊযুবিকা মিন্ শাররি নাফ্সী, ওয়ামিন শার্‌রিশ্ শায়ত্ব-নি, ওয়া শিরকিহী''

(অর্থাৎ- হে আল্লাহ! যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আমার মনের মন্দ হতে, শয়তানের মন্দ ও তাঁর শির্ক হতে আশ্রয় চাই।)

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এ দু'আ সকালে-সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় পড়বে।'' (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারিমী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : তিরমিযী ৩৩৯২, আবূ দাঊদ ৫৬৭, আহমাদ ৬৩, দারিমী ২৭৩১, ইবনু হিব্বান ৯৬২, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১২০২/৯১৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: নিশ্চয় আলোচ্য হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) এর বর্ণনায় সরাসরি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এবং তিনি [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] আবূ বাকর (রাঃ)-এর জিজ্ঞাসার সময় উপস্থিত ছিলেন। কতিপয় অনুলিপিতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি বললাম, (قُلْتُ) 'ছাড়া' এ কথাটি উল্লেখ করা। জামি' আল মাখরাজাইনেও অনুরূপ রয়েছে, 'আল্লামা বাগাবী (রহঃ) মাসাবীহতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নাবাবী (রহঃ) ''আল আযকার''-এ, আল জাযরী ''জামি' আল উসূল''-এ, 'আল্লামা শাওকানী (রহঃ) ''তুহফাতুয্ যাকিরীন''-এ অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56949

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন